বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বুলেটিন

সংখ্যা ▸১১৩ | বষ ▸১৪ | সেপ্টেম্বর ▸২০১৯ সংখ্যা

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকবিরোধী অভিযান
জোরদারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর
পৃষ্ঠা: ০১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক
সারাদেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দিবস
২৬ জুন ২০১৯ পালিত হয়
পৃষ্ঠা: ০২-০৩

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা ও
সচেনতামূলক কার্যক্রম
পৃষ্ঠা: ০৬-০৭

আইস ড্রাগ
মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির
ইন্সপেক্টর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ।
পৃষ্ঠা: ০৮-১২

অপারেশনাল কার্যক্রম
মাদকবিরোধী অভিযান
সংক্রান্ত সংবাদচিত্র
পৃষ্ঠা: ০৩-০৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,
জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
কর্তৃক ৮০০ (আটশত বোতল
ফেনসিডিলসহ এক মাদকব্যবসায়ী
গ্রেফতার
পৃষ্ঠা: ০৫

www.dnc.gov.bd

জীবনকে ভালবাসুন
মাদক থেকে দূরে থাকুন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০
ই-মোইল : dgdncbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd

মাদকবিরোধী অভিযান জোরদারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ফাইল ছবি

দেশ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি নির্মূল করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, 'আমরা যদি দেশের উন্নয়ন চাই, তাহলে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে। আমি এই মন্ত্রণালয়ের (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ অভিযান আরও তীব্রতর করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

মাদকের উৎস, বিতরণকারী ও বহনকারীদের খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি এক্ষেত্রে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'সংক্রামক রোগের মতো দুর্নীতি সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এটি শুরু হয়েছিল দেশে সামরিক শাসনামলের শুরুতে। সে সময় জঙ্গিবাদ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, কিন্তু তারা জঙ্গিবাদকে তখন কেন রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল তা আমি জানি না।'

তিনি বলেন, দেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে বিএনপি-জামায়াত সরকারের সহায়তা ছিল। এ সময় জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তাকে তিনি একযোগে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন।

৭৫-পরবর্তী সরকার দেশে দুর্নীতির গোড়াপত্তন করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, দুর্নীতি মরণব্যাধির মতো ছেয়ে আছে। এর গোড়াপত্তন '৭৫-এর পরের শক্তি করেছে। সমাজকে এ ব্যাধিমুক্ত করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন," এই ধরনের সংক্রামক রোগ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে... এর জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করবো... এটি এখন সময়ের প্রয়োজন।"

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজের প্রশংসা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তির সহায়তায় গোয়েন্দা সংস্থা ভালো কাজ করছে। তিনি বলেন, কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানো হয়েছে; করা হয়েছে আবাসনের ব্যবস্থা। তাই কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

যানজট নিরসনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ট্রাফিক সমস্যা এখন বড় সমস্যা। দুর্ঘটনার জন্য চালকের পাশাপাশি, পথচারী ও নাগরিকরাও দায়ী। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানুষ কেন অস্বাভাবিক আচরণ করে, তা বুঝি না। যানজট নিরসনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক নিরাপত্তা বজায়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে পুলিশকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ বাহিনীতে জনবল বাড়ানোর অনুমোদন প্রার্থনা করেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সফরের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিবসহ বিভিন্ন আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানগণ তাঁকে স্বাগত জানান।

এর পর তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ পালিত হয়

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ পালিত হয়। উক্ত দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি বলেন, ইয়াবা এক নাগাড়ে দুই বছর সেবন করলে যে কোন লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মাদক মানুষকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করে দেয়। সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেয়। সর্বনাশা মাদকের এই ব্যাপকতা শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে দমন করা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে কোন ধরণের মাদকের কারখানা না থাকলেও দুর্গম অঞ্চল দিয়ে দেশে ঢুকছে মাদক। মাদকের ব্যাপকতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পথ শিশুরা পর্যন্ত মাদক সেবন করছে। সর্বস্তরের জনগণের সতস্ফূর্ত প্রতিরোধই মাদকের এই ভয়াবহতা রোধ করতে পারে। যেভাবে আমরা জঙ্গিবাদ নির্মূলে অনেকটা সফলতা পেয়েছি। মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মসজিদের ইমাম, মাওলানা, স্কুল, কলেজের শিক্ষকদের মাদকবিরোধী প্রচারে সম্পৃক্ত করতে হবে।

"আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প এবং এসডিজি বাস্তবায়নে যুব সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। অথচ এই মাদকের করাল গ্রাসে যুব সমাজেই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। তাই যুব সমাজ ও নতুন প্রজন্মদের রক্ষা করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।"

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. শামসুল হক টুকু

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক টুকু বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদকের বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিলেন।

সংসদীয় কমিটির সদস্য জনাব সামছুল আলম দুদু এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মত সততা, স্বচ্ছতা এবং দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করলে অবশ্যই যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা যাবে। আমরা তা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ

স্থায়ী কমিটির সদস্য ফরিদুল ইসলাম এমপি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায় থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সংসদের সকল সদস্যদের নিয়ে সেমিনার করতে হবে, সংসদীয় কমিটির আরেক সদস্য হাবিবুর রহমান এমপি বলেন মাদকের প্রথম ধাপ হচ্ছে সিগারেট।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাওয়ার যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তা পূরণে যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

"সেই জন্য যুব সমাজকে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদক থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে ভবিষ্যত সোনার বাংলা বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। সরকার এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে এলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।"

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, সমাজের সকল গুণীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা সারাদেশব্যাপী মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুণর্বাসনের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

সভায় উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সঞ্জয় কুমার চৌধুরী এবং মাদকবিরোধী সংগঠন মানস এর সভাপতি ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া ২০১৮ সালে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সম্মাননা ও আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট সনদ ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অপারেশনাল কার্যক্রম

মাদকবিরোধী অভিযান সংক্রান্ত সংবাদচিত্র

যৌথ অভিযানে ২০ গ্রাম হেরোইনসহ ইয়াবা উদ্ধার

২২/০৭/২০১৯ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান মহোদয়ের নেতৃত্বে ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলা, ঢাকা গোয়েন্দা, ঢাকা মেট্রো, গাজীপুর জেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলা, নরসিংদী জেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা এবং রাজবাড়ি জেলার সহকারী পরিচালক, পরিদর্শক এবং সকল এনফোর্সমেন্ট সদস্যদের নিয়ে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় আমিনবাজার এলাকা থেকে ২০০ পুড়িয়া (২০ গ্রাম) হেরোইন ও মাদক বিক্রির ৬৯,০০০ টাকাসহ আসামী ফারজানাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া গাজা ও ইয়াবা বিক্রি ও সেবনরত অবস্থায় মো হাবিব (৬৫), মোঃ নুরুল ইসলাম(৬০) ও শাহেলা (৬০) কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বক্তারপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০ (আশি) পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মোসাঃ কনা (২৫) এবং ইয়াবা সেবনরত অবস্থায় মোঃ শাহাবুল (৩০) কে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামী ফারজানা এবং মোসাঃ কনার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। অপর আসামীদেরকে ঘটনাস্থলেই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব অরবিন্দ বিশ্বাস বিভিন্ন মেয়াদে সাজা এবং জরিমানা প্রদান করেন।

২৫ (পঁচিশ) গ্রাম হেরোইনসহ আটক ৩ মাদক ব্যবসায়ী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন জেলা কার্যালয়, ঢাকা

২৭/৭/২০১৯ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের ৩য় দিনে ঢাকা জেলার সাভার মডেল ও আশুলিয়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ২০ (বিশ) গ্রাম হেরোইন, মাদক বিক্রির নগদ ১৮৯২০/- টাকা এবং মাদক বিক্রির কাজে ব্যবহৃত ০২টি মোবাইল সেটসহ সাভার উপজেলার কুখ্যাত হেরোইন ব্যবসায়ী মোঃ রিপন (৩৪) কে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে তার দেয়া তথ্যমতে আরো ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম হেরোইনসহ আনন্দপুর এলাকা থেকে মোঃ মনারুল ইসলাম (২১), বিশমাইল এলাকা থেকে মোঃ শফিক(৩৭) ও নিরিবিলি এলাকা থেকে আসামী মোঃ রহমত আলী (৪২) কে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে সাভার মডেল থানায় দুইটি ও আশুলিয়া থানায় দুইটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

খুলনায় মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযানে ফেন্সিডিলসহ আটক ১

১২/০৪/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা মোহাম্মদ হেলাল হোসেন মহোদয়ের নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ইউসুপ আলী মহোদয়ের নেতৃত্বে খুলনা মহানগরীর বাগমারা মেইন রোড এবং ইকবাল নগর, আজাদ রোড এলাকায় জেলা টাস্কফোর্সের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মোট ৭৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। মাদকের সাথে সংশ্লিষ্টতার অপরাধে মোঃ তানভীর আহম্মেদ সিদ্দিকী (৩৬) এবং মাসুম আহমেদ ডলার (৪০) এর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

অভিযানে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ রাশেদুজ্জামান ও কার্যালয়ের ইন্সপেক্টরগণ এবং খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ অংশ নেয়। জেলা টাস্কফোর্সের মাদকবিরোধী এমন কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

খুলনা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে মাদকবিরোধী অভিযান

০২/০৪/২০১৯ তারিখে খুলনা জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন মহোদয় এর নেতৃত্ব খুলনা মহানগরীর খুলনা সদর থানাধীন মরিয়মপাড়া ও দারোগাপাড়া মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ১১৩ বোতল ফেন্সিডিল, ৭.৬২ বোরের একটি বিদেশী পিস্তল, ২ টি ম্যাগজিন, ১৭ রাউন্ড শর্ট গানের গুলি, ১৩ রাউন্ড রিভলবর এর গুলি, হুইস্কি ০১ বোতল, ১ ক্যান বিয়ার, মাদক বিক্রত নগদ অর্থ ১১,৫০০/- ও একটি আর/ওয়ান ৫ মোটরসাইকেল সহ ৩ জনকে আটক করে । উক্ত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক জনাব শিরিন আক্তার, দশ জেলার সহকারী পরিচালক, পরিদর্শক জনাব হাওলাদার মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিদর্শক জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, পরিদর্শক পারভীন আক্তার সহ কেএমপি পুলিশ ফোর্স।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক ৮০০ (আটশত) বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদকব্যবসায়ী গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের পরিদর্শক জনাব মোঃ রায়হান আহমেদ খান এর নেতৃত্বে গঠিত টীম কর্তৃক ০৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখ বিকাল ০৪:০০ ঘটিকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন তেলকুপি গ্রামের মোঃ শাহজাহান (৩৮) কে তার একতলা বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। মোঃ শাহ্জাহান কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তার সহযোগী মোঃ তৈমুর ওরফে টুমুরের ফসলি জমিতে ফেন্সিডিল পুতে রাখা আছে বলে জানায়। মোঃ শাহ্জাহান এর দেয়া বর্ণনামতে তেলকুপি মাঠে মোঃ তৈমুর ওরফে টুমু এর ফসলি জমি থেকে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মাটির নিচ থেকে ৩২টি ছোট প্লাস্টিকের বস্তায়, প্রতি বস্তায় ২৫ (পঁচিশ) বোতল করে ভারতীয় তৈরী কোডিন ফসফেট মিশ্রিত তরল মাদক (বাণিজ্যিক নাম ফেন্সিডিল) মোট ৮০০ (আটশত) বোতল, প্রতিটি প্লাস্টিক বোতল ১০০ মি.লি. করেমোট ৮০,০০০ (আশি হাজার) মি.লি. বা ৮০ (আশি) লিটার জব্দ করা হয়। অতঃপর গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ শাহজাহান, পিতা- মৃত কয়েশ উদ্দিন, মাতা- মৃত সফেদা বেগম, সাং- তেলকুপি খাবারটোলা, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে পরিদর্শক জনাব মোঃ রায়হান আহমেদ খান বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারণির ১৪ (গ) ধারায় শিবগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন।

টেকনাফে ৪০ লিটার চোলাইমদসহ আটক করে টেকনাফ সার্কেল

১২/০৩/২০১৯ তারিখ সকাল ০৮.০০ টায় টেকনাফ মডেল থানাধীন ছোট হাবিরপাড়া গ্রামস্থ ছমুদার (৩০) বসত ঘরে অভিযান পরিচালনা করে আব্দুল মাবুদ প্রকাশ মাহবুব (২৭), পিতা- মোঃ নুরুন্নবী, সাং- উত্তর শীলখালী, ৩ নং ওয়ার্ড, বাহারছড়া ইউনিয়ন, টেকনাফ এবং ছমুদা (৩০), স্বামী- জাহাঙ্গীর আলম, সাং- ছোট হাবির পাড়া, ৭ নং ওয়ার্ড, টেকনাফকে ৪০ লিটার চোলাই মদসহ আটক করে টেকনাফ সার্কেল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

ডিএনসির মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) উদ্যোগে গত ৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে শনিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও বিজি প্রেস মাঠে একটি মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ডিএনসির মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ীকমিটির সভাপতি শামসুলহক টুকু, সুরক্ষাসেবা বিভাগের সচিব মো. শহিদুজ্জামান, অধ্যাপক ডা. অরুপরতন চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. মুহিত কামাল।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, আনসার ও ভিডিপি সদস্য, বিজিবি সদস্য, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্য, স্কাউট সদস্য, এপিবিএন সদস্য, কারারক্ষী সদস্য, চলচিত্রের শিল্পিবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশার সদস্যসহ প্রায় ১০ হাজার মানুষ সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন।

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। গত ৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. শামসুল হক টুকু

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন। আজ প্রধানমন্ত্রী দেশকে যখন একটি উন্নত মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় নিয়ে গেছেন সেখানে মাদক আমাদের কার্যক্রমকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা এ দেশকে জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করেছি। আমাদের যুব সমাজকে মাদকের ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ডিএনসিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের বর্তমান মাথা ব্যাথার প্রধান কারণ ইয়াবা। ২-৩ বছর ইয়াবা গ্রহণ করলে মস্তিষ্কেও বিকৃতি ঘটে। ফলে আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনা। মাদক সেবনের ফলে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার একটি উদাহরণ ঐশী। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে শিশাকে মাদক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে। যারা তওবা করে মাদক ব্যবসা ছেড়ে চলে আসবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বলেন, মাদকের ছোবল থেকে দেশকে রক্ষা করা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব

নয়। এজন্য অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণে পারিবারিক এবং ধর্মীয় অনুশাসন খুবই জরুরি। আমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে ১৯৭১ সালে যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ যেভাবে দেশকে মুক্ত করেছিলেন তেমনি আজ আমাদের যুবসমাজ, ছাত্রসমাজকে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করছে। কিন্তু তা অপ্রতুল। আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং মাদক নিয়ন্ত্রণে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের দেশে যুব সমাজ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ যা অনেক দেশেই নেই। এই যুবসমাজকে মাদক থেকে মুক্ত রেখে কর্মক্ষম করতে পারলে দেশকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করা সম্ভব হবে। আমাদের অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের বিষয়ে দায়িত্বশীল হতে হবে।

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. শহিদুজ্জামান

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ

অধ্যাপক ডা. অরুপ রতন চৌধুরী বলেন, ইয়াবা আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। দেশের প্রায় ৭৫ লাখ লোক মাদকাসক্ত। যার ৮২শতাংশ তরুণ। মাদক নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে এবং দেশকে ধ্বংস করছে। বন্ধুদের প্ররোচনায় কৌতুহলবশেও মাদক গ্রহণ করা যাবেনা। যারা না বুঝে মাদকাসক্ত হয়েছে তাদেরকে সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সুচিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে।

অধ্যাপক ডা. মুহিত কামাল বলেন, মাদকের জন্য মা-বাবা তাদের ছেলে-মেয়ের কাছে নিরাপদ নয়। আবার ছেলে-মেয়েও তাদের মা-বাবার কাছে নিরাপদ নয়। আমাদের মস্তিস্ক নামক যে রাসায়নিক কারখানা রয়েছে মাদক তা শুণ্য করে দেয়।

সভাপতির বক্তব্যে ডিএনসির মহাপরিচালক বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিসরের দিক থেকে খুব বড় নয়। এ অধিদপ্তরের ব্যপ্তি বৃদ্ধির জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জনবল প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে গাড়ির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আগামীর যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন তার সফল বাস্তবায়ন করবে আজকের এই যুবসমাজ। সেজন্য আমাদের যুবসমাজকে রক্ষা করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা তা রুখতে অপশক্তি হিসেবে কাজ করছে মাদক। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা থেকে ঘোষণা করতে চাই- আমরা এদেশে মাদক রাখবো না, এ দেশকে মাদকমুক্ত করবো।

আইস ড্রাগ

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির
ইন্সপেক্টর
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ।

১৮৮৭ সালে জার্মানীতে প্রথম অ্যামফিটামিন তৈরী করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯১৯ জাপানে গবেষণার মাধ্যেমে মিথামফিটামিন তৈরী করা হয়। জাপানিরা ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই মিথামফিটামিন তৈরীর পরিকল্পনা করে। মূলত জীবন বাচাঁনোর জন্যই তাদের এ আবিস্কার। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের যাতে ক্লান্তি না আসে ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে এবং তাদের মনকে উৎফুল্ল,চাঙ্গা ও নিদ্রাহীন রাখার জন্য মিথামফিটামিনের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে এ মেথামফিটামিনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ অবস্থাই আইস ড্রাগ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

What is Ice drug:

Ice drug or Ice is the purest and most potent version of meth-amphetamine, usually in the form of crystalline rocks. Rather than being snorted, crystal meth is commonly smoked and gives an amplified version of euphoria to users. This version can also be injected, as the “ice” turns to liquid once heated.Because it is more pure than regular meth, ice is more addictive and creates an extended high that users can feel up to 24 hours after use. It is typically manufactured in chemical “super labs” that can preserve its potency with almost no additive.

Methamphetamine কি : Ice drug এর মূল উপাদান হল Methamphetamine যার রাসায়নিক সংকেত হলো C10H15N. CAS no. ৫৩৭-৪৬-২। বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফ ৯-১২ ঘন্টা এবং কার্যকারিতা ১০-২৪ ঘন্টা। আনবিক ভর ১৪৯.২৪ গ্রাম/মোল, হারমোনাইজড কোডঃ ৩০০২৯০৯০, যা পানিতে সহজে দ্রবণীয়। IUPAC name :N-methyl-1-phenylpropan-2-amine. ইহা একটি অবৈধ সিনথেটিক মাদক। Methamphetamine is a synthetic chemical unlike cocaine, for instance, which comes from a plant. ইহাকে সংক্ষেপে Meth ejv nq|Meth is commonly manufactured in illegal, hidden laboratories, mixing various forms of stimulant drugsor derivatives with other chemicals to boost its potency.Methamphetamine is a derivative of amphetamine. Methamphetamine dramatically increases the levels of the hormone dopamine by up to 1,000 times the normal level much more than any other pleasure seeking activity or drug.

Methamphetamine এর গাঠনিক সংকেত :

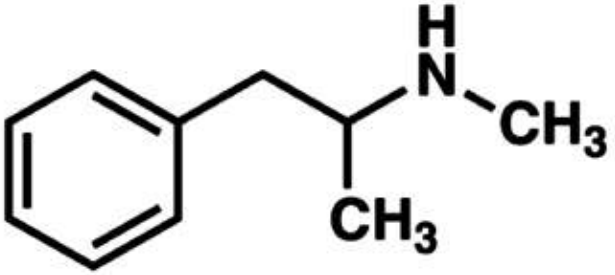

Methamphetamine প্রস্তুত প্রণালী : ইফিড্রিন বা সিউডো-ইফিড্রিন এর সাথে হাইড্রক্লোরিক এসিড ও রেড ফসফরাস এর বিজারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Methamphetamine বা meth তৈরী করা হয় । প্রতি কেজি ইফিড্রিন বা

সিউডো- ইফিড্রিন থেকে ৭০০ গ্রাম Amphetamine Type Stimulans (ATS), Methamphetamine Type Stimulans (MTS) নামক মাদক উৎপন্ন হয়। এই Methamphetamine তৈরীতে যে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় তা corrosive, explosive, flammable and toxic. অবৈধ Laboratory তে প্রতি কেজি Methamphetamine তৈরীতে ১০/১২ কেজি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। এই Methamphetamine Gi purest and most potent form করে ice drug বলা হয়।

What is methamphetamine cut with?

Methamphetamine can be cut with other amphetamines, caffeine, ephedrine, sugars (like glucose), starch powder, laxatives, talcum powder, paracetamol and other drugs.It's not unusual for drugs to have things added to them to increase the weight and the dealer's profits.

Ice drug কিভাবে সেবন করা হয় :

আইস ড্রাগ সাধারণত ধূয়া (smoke) আকারে সেবন করা হয় কারণ এতেমানুষের দেহে সাথে সাথে এর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করার ১৫-৩০ সেকেন্ড পর ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। গিলিয়া (swallow) সেবন করিলে ১৫-২০ মিনিট পর ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় । নাক দিয়ে টেনে ধূয়া আকারে সেবন করিলে ৩-৫ মিনিটের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। আইস নামক মাদক মুখে গিলিয়া সেবন করলে ইহা প্রথমে ডাইজেষ্টিভ সিষ্টেমে যায় ফলে ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হতে একটু সময় লাগলেও প্রতিক্রিয়া দীর্ঘ সময় ব্যাপীয়া অনুভূত হয়।

Life expectancy:

মেথামফিটামিন ব্যবহারকারী ৮০% -৯০% লোক বিশ্বাস করে জীবনের প্রথম এক বা দুই বার ব্যবহারের সময় থেকেই মিথ আসক্তি শুরু হয়েছে। মিথামফিটামিন ব্যবহারকারীর জীবনকাল নির্ভর করে সে কি পরিমাণ মিথামফিটামিন গ্রহণ করছে তার উপর। একজন মিথামফিটামিন আসক্ত ব্যাক্তির গড় ষরভব বীঢ়বপঃধহপু হলো ৫-১০ বৎসর ।

Street Name:Ice, Crystal, Crank, Glass, Baba, Yeaba, Speed, Meth,go, speed, crystal meth, Shabu, shard, zoom,Beannies andChalk.

Chemistry:

Amphetamine মানুষের তৈরী একটি রাসায়নিক পদার্থ যা প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত phenylethylamine হতে উদ্ভুত একটি মাদকদ্রব্য (derivative of phenylethylamine). Phenylethylamine সাধারণত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন- চকলেট, চীজ, বিভিন্ন প্রকারের ওয়াইন ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। মানুষ এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পর দেহে এর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়না কারণ খাদ্যে থাকা phenylethylamine দ্রুত monoamine oxidase নামক এনজাইম কর্তৃক ভেঙ্গে যায়।

Structure of Phenethylamine Structure of Amphetamine Structure of Methamphetamine

phenylethylamine , Amphetamine এবং Methamphetamine এর গাঠনিক সংকেত হতে দেখা যায় যে, phenylethylamine এর পার্শ্ব শিকলে কোন মিথাইল মূলক নেই কিন্তু Amphetamine এর পার্শ্ব শিকলে একটি মিথাইল মূলক (-CH3) বিদ্যমান। এই মিথাইল মূলক (-CH3) তাকে monoamine oxidase নামক এনজাইম কর্তৃক degradation হতে বাধা দেয়। পক্ষান্তরে মেথামফিটামিন এর পার্শ্ব শিকলে দুইটি মিথাইল মূলক (-CH3) বিদ্যমান থাকায় ইহা Amphetamine হতে আরো অধিক শক্তিশালী মাদকদ্রব্যে পরিণত হয়েছে। ফলে Methamphetamine গ্রহণের পর ইহা সহজেই মানুষের দেহের রক্ত প্রবাহে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে বিভিন্ন ধরণের বায়োলজিকেল ইফেক্ট সৃষ্টি করে থাকে।

বর্তমানে তিন ধরণের মিথামফিটামিন পাওয়া যায়। যেমন :

(১) Levo-methamphetamine: যা দেহে ব্লাড প্রেসার সামান্য বৃদ্ধি করে থাকে ফলে হার্ট বিট বেড়ে যায়। ইহা গ্রহণের ফলে পার্শ প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেহে মৃদু কম্পন , ঝাকুনি ও পেট ব্যাথা হয়ে থাকে। ইহা সংক্ষেপে L- methamphetamine or L- meth নামে পরিচিত।

(২) Dextro-methamphetamine: ইহা বর্তমানে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা ephedrine or pseudoephedrine reduction process এর মাধ্যমে তৈরী করা হয়ে থাকে । ইহা L- methamphetamine or L- meth এর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী। ইহা দেহে ব্লাড প্রেসার, হার্ট বিট, তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি করে থাকে ফলে চোখ বড় হওয়া, ঝাকুনি ও পেট ব্যাথা হয়ে থাকে। ইহা উ- সethamphetamine or D- meth নামে পরিচিত।

(৩) Dextro-Levo-methamphetamine: ইহা ১৯৬০ সালের দিকে ব্যাপক ব্যবহৃত হলেও এখনও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে । ইহা ইনজেকশনের মাধ্যমেই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহা D/L- methamphetamine or D/L-meth নামে পরিচিত। ইহা গ্রহণের ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেহে কম্পন, ঝাকুনি ও পেট ব্যাথা হয়ে থাকে।

Ice drug কিভাবে মানবদেহে কাজ করে : মানব দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (Central Nervous System) পাঁচ প্রকারের বিভিন্ন ধরনের Receptor থাকে। প্রাথমিক ভাবে এই Receptor গুলো মানুষের দেহের Digastive Tract, Brain এবং Spinal Cord এ অবস্থান করে থাকে। যখন কোন

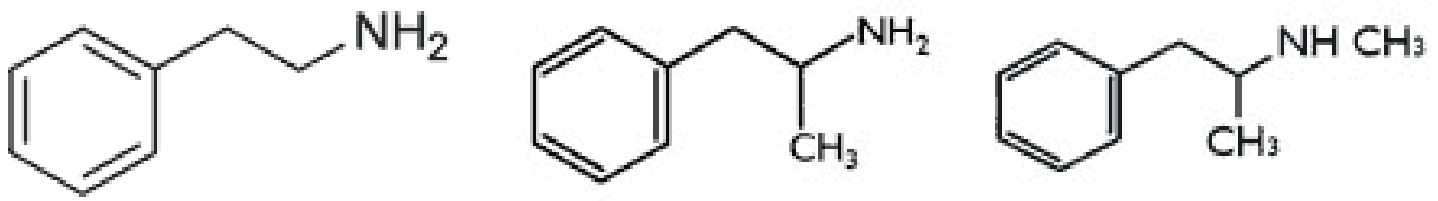

মানুষ ice drug গ্রহণ করে তখন এই ড্রাগ দেহের ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডে অবস্থিত Receptors ডেল্টা (Delta), সিগমা (Sigma), কাপপা (Kappa) এবং মিউ (Mu) এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে ব্রেনে প্রবেশ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে চরমভাবে উত্তেজিত করে , ফলে কিছু সময়ের জন্য তার দেহে গতি, ক্ষিপ্রতা, উদ্দামতা, শক্তি, সাহস অনুভূত হয়।

Ice drug কেন গ্রহণ করা হয় : অ্যামফিটামিন বা মেথামফিটামিন সহযোগে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারীর দেহেকিছু সময়ের জন্য শক্তি, সাহস, ক্লান্তিহীন, নিদ্রাহীন, ওজন হ্রাস, চিন্তামুক্তি, ইত্যাদি অনুভূত হয়। একটা সময় পর অ্যামফিটামিন বা মেথামফিটামিন ব্যবহারকারী যখন আগের মতো অনুভূতি অনুভব করতে পারে না তখন সে আরো স্ট্রং ড্রাগ আইস ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে উঠে। তাছাড়া এই ড্রাগ ব্যবহারকারী সহজেই ইনহেল, স্মোকিং, ইনজেক্টিং ও মুখে গিলে সেবন করতে পারে। ব্যবহারের পর মুখে বা দেহে কোন দুর্গন্ধ হয়না। তাছাড়া অল্প পরিমাণ ব্যবহার করে কাঙ্খিত অনুভূতি অনুভব করতে পারে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আইস ড্রাগ এর অপব্যাবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কার্যকারিতা : আইস ড্রাগ মানুষের দেহে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ১২ ঘন্টায় ৫০% মাদক দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। ইহা দেহের প্লাজমায় ৪-৬ ঘন্টা অবস্থান করে থাকে। মানুষের দেহে আইস ড্রাগ সেবনের ০১-৭২ ঘন্টা পর্যন্ত urine test এর মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় । তাছাড়া Methamphetamine or meth মেটাবোলাইটস দেহে ২-৪ দিন পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়।মানব দেহে Methamphetamine or meth এর কার্যকারিতা তার প্রয়োগ পদ্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর করে থাকে। মানুষের দেহে এই ড্রাগশিরার মধ্য দিয়ে (Intravenous) প্রয়োগ করলে ১০ মিনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ কার্যকারিতা পাওয়া যায়। তাছাড়া মুখে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দেড় ঘন্টা এবং চামড়ায় প্রয়োগের (Skin Patch) ক্ষেত্রে ২ থেকে ৪ ঘন্টা সময় লাগে।

দীর্ঘদিনর পর drug সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব : দীর্ঘদিনরপর drug সেবনের ফলে the user experiences a “high sensation” heart rate increases, blood vessels dilate and respiration increase. Bizarre hallucinations start to appear such as the sensation of insects under the skin, causing the user to scratch, cut and tear the skin.

Ice drug আসক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক লক্ষ্যণ সমূহ : ওজন কমা, দাঁতের ক্ষয় হওয়া বা পড়ে যাওয়া, চামড়ায় ক্ষত হওয়া, চোখ বড় হওয়া, চোখের রং লাল হওয়া, অস্বাভাবিক সহনশক্তি অর্জন করা, সারাদিন জেগে থাকা, অবাস্তব ও আক্রমনাত্মক আচরণ, বদ মেজাজ, ভ্রমগ্রস্ত হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া হৃদস্পন্দনের গতি, রক্তচাপ, শ্বাস- প্রশ্বাস এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। মস্তিস্কের সুক্ষ্ম রক্তনালিগুলোর ক্ষতি হতে থাকে এবং কারো কারো এগুলো ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। কিছুদিন পর থেকে ice drug সেবীদের হাত-পা কাঁপে, হ্যালুসিনেশন হয়, পাগলামি ভাব দেখা দেয়, প্যারানয়া হয়। ice drug সেবীরা মারামারি ও সন্ত্রাস করতে পছন্দ করে। কারো মাঝে সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। অনেকে লেখাপড়া খারাপ করে এক সময় ডিপ্রেশন বা হতাশা জনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অনেক সময় ওভার ডোজেও অনেকে মারা যায়।

মিথামফিটামিন ব্যবহারে দাঁতের ক্ষয় মিথামফিটামিন ব্যবহারের পূর্বের ও ০৩ মাস পরের অবস্থা

Ice drug আসক্তির কারণ : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক অনুশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা এবং পিতামাতা ও অভিভাবকের কাছ থেকে স্নেহ, মমতা, আদর, ভালবাসা ও মনোযোগ কম পাওয়া, সন্তানদের মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে না জানানো, বন্ধুদের চাপ, পিতামাতার বিশ্বাস তাদের সন্তান কখনো মাদক গ্রহণ করবে না, পিতামাতা ও অভিভাবকের মাদক সম্পর্কে অজ্ঞতা, সর্বোপরি পিতামাতা ও অভিভাবকের দায়িত্বহীন আচরণ থেকে ice drug আসক্তি বা মাদকসক্তির জন্ম হয়।

Ice psychosis: high doses of Ice and frequent use is the main cause of 'Ice psychosis'. Ice psychosis refers to a rang of mental health symptoms including paranoid delusions, hallucinations and bizarre, aggressive or violent behaviour.

Ice drug এর ব্যবহার:It was originally used in nasal decongestants in the early 20th century, and has since been used to treat patients with attention deficit hyperactivity disorder(ADHD), Because of its weight loss effects, doctors prescribe methamphetamine as an aid for extreme cases of obesity. শুরুর দিকে Methamphetamine কে প্রাণ রক্ষাকারী ঔষধ হিসেবে পরামর্শ দিতেন ডাক্তারগণ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষের Alternative Deficit hyperactivity disorder এবং Component of weight loss treatment এ Methamphetamine এর অপব্যবহারের কথা প্রচলিত থাকলেও প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বর্তমানে এর কোন বৈধ ব্যবহার নেই।

withdrawal symptoms:ice drug আসক্ত ব্যক্তির ice drug গ্রহণ বন্ধ করার ফলে প্রত্যাহার জনিত লক্ষণসমূহের (withdrawal symptoms) মধ্যে অন্যতম হলো- ice drug গ্রহণের তীব্র আকাঙ্খা, শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা, কিডনী রোগ, স্ট্রোক, রক্ত ঘণীভূত হওয়া, লিভার ডিজিস, চর্মরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হার্ট বিট ও ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, হত্যা ও আত্মহত্যার প্রবণতা, ক্লান্তি বা অবসাদ, চিন্তা, মস্কিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, উদ্বিগ্নতা, ডায়রিয়া, চোখে কম দেখা, তীব্র হতাশা, বমি, মাথা ব্যাথা, ব্যাক পেইন, শরীরে প্রচন্ড ব্যাথা, চোখ অতিরিক্ত লাল হওয়া, নার্ভ ডেমেজ, আলসার, মুখ ও গলায় ক্যান্সার, হতাশা ইত্যাদি।

Ice drug আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও চিকিৎসা শেষে করনীয় : সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশে Methamphetamine or meth আসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় কিছু মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে একজন Methamphetamine or meth আসক্ত রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ্য করা সম্ভব। চিকিৎসা শেষে নিরাময় কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফেরত আসার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ ও অবহেলা এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈরী আচরণ তাকে পুনরায় মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবীর বহু দেশে শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে না পারার কারণে ০৩ বছরের মধ্যেই ৭০% Relapse ঘটছে। সুতারাং Methamphetamine or meth আসক্ত বা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পিতামাতা ও অভিভাবক কে মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলিঙ্গন ও হাতে হাত ধরা, শরীরে নিঃস্বরণ করে অক্সিটোসিন যা 'প্রেম হরমোন' নামে পরিচিত। এই হরমোন পরস্পরের বন্ধনকে সহজ ও সুগম করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা মেডিকেল স্কুলের মনোবিজ্ঞানী ক্যারেন গর্জেন বলেন, প্রিয়জনের সাথে কোলাকোলি, স্পর্শ, আদর, আহ্লাদ করার ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির দেহে স্ট্রেস হরমোন "কর্টিসেল" কমে এবং ভাললাগা হরমোন "ডোপামিন' ও 'সেরোটনিন' বেড়ে যায় যা মানুষকে সুস্থ রাখে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে উৎসাহিত করে।

উপসংহার: আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। আমাদের বহিরাঙ্গ যত ফিটফাট ও চকচকে হচ্ছে ভেতরটা ভরে যাচ্ছে তত দৈন্যতা ও কৃত্রিমতায়। আর এ কৃত্রিমতার সাথে সাথে আমাদের তরুণ সমাজ নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য খুজতে থাকে স্মার্টনেস ও গতি। এ গতির উৎস হলো অন্য এক গতি যার নামমেথামফিটামিন বা আইস ড্রাগ। কিন্তু এরা জানেনা এ গতির পরিণতিতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কোন মহাদুর্গতি। আইস ড্রাগ এর ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় জরুরী ভিত্তিতে আইনের কঠোর প্রয়োগ সহ পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলনই পারে আইস ড্রাগ এর মতো একটি বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান করতে।

নেশা ছেড়ে কলম ধরি
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

DEPARTMENT OF NARCOTICS CONTROL BANGLADES
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

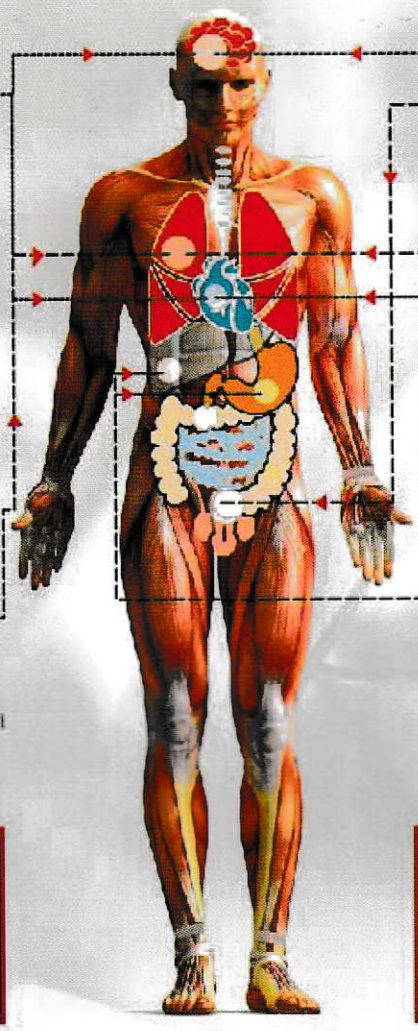

ইয়াবা সেবনে ঃ

- স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
- যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
- লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়।
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়।
- কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

গাঁজা সেবনে ঃ

- ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
- মতিভ্রম হয়।

ফেন্সিডিল/ হেরোইন সেবনে ঃ

- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- ফুসফুস ও হার্টে প্রদাহ হয়।

মদ্য পানে ঃ

- গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয়।
- লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।

ধূমপানে ঃ

- মুখে ঘা ও ক্যান্সার হয়।
- ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।

ইনজেকশনের মাধ্যমে ঃ

- মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়।

মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু

সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।

“ জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন ”

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, ৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd